যায়যায়দিন

তারিখ · 18 · AUG · 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষাব্যবস্থা : ফটোকপিনির্ভর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ফটোস্ট্যাট নামের একাধিক ফটোকপির দোকান। এসব দোকানে সাধারণত বেশি পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আরবি, ইসলামিক স্টাডিস বিভাগের নোট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকিটাকি চত্বরে রয়েছে আহমেদ, এমি, টুকিটাকি, আরাফাত, সহেলী, আমিন, বর্ণিল ও অন্তরা ফটোকপির দোকান। এসব দোকানে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় নোট কপি করে থাকেন। এখানে মূলত বাণিজ্য ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীরা বেশি আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়াম মার্কেটের সেবা, বিশ্বাস ফটোস্ট্যাট, হক ফটোস্ট্যাট, পদ্মা ফটোস্ট্যাট, প্রত্যাশা ফটোস্ট্যাট, আল-মদিনা ফটোস্ট্যাট ও জনপ্রিয় বুক বাইন্ডার অ্যান্ড ফটোস্ট্যাটসহ এখানে আরো ১৫-২০টি ফটোকপি মেশিনের দোকান রয়েছে।

এসব দোকানের প্রতিটিতে অন্তত দুই থেকে তিনটি করে ফটোকপি মেশিন রয়েছে। প্রতিটি দোকানে কমপক্ষে ২-৩ জন করে কর্মচারী কাজ করে থাকেন। জাহিদ ফটোকপির স্বত্বাধিকারী জাহিদ জানান, তাই গত দশ বছরের অধিক সময় ধরে এই ব্যবসা করে আসছেন। প্রতিদিন তিনি গড়ে অন্তত দুই থেকে তিন হাজার ফটোকপি করেন। এখানে মূলত হাতে লেখা নোটগুলো বেশি কপি করতে হয়।

শনিবার ফটোকপি করছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংখ্যা বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী নাহিদ হাসান ও তার বন্ধুরা। নাহিদ বলেন, তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন সে সময় কিছুদিন লাইব্রেরি থেকে মূল বই পড়েছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো বই না থাকায় পড়তে হতো বেশ কয়েকটি বই। বন্ধুদের দেখতেন অল্প পড়ে বেশি নাম্বার পেতে। তারপর থেকে তিনি বড় ভাইদের হাতে তৈরি নোট ফটোকপি করতে শুরু করেন। আর এখন থেকে ফলাফলও ভালো করতে পারছেন।

বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সোনালি দাশ বলেন, তাদের সাহিত্য পাঠে ফটোকপির আধিক্য পড়েছে। ফটোকপি ছাড়া পড়াশোনা করা কষ্টকর। কম সময় থাকায় অল্পতেই বেশি তথ্য পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এক কর্মকর্তা বলেন, কয়েক বছর আগেও অনেক শিক্ষার্থী লাইব্রেরিতে এসে পড়াশোনা করত। মুখরিত থাকত শিক্ষার্থীদের পদচারণায়। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে এখানে শিক্ষার্থী আসছে কম।

কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এখন ইন্টারনেটের যুগ। অনেক শিক্ষার্থী ঘরে বসেই গ্রন্থাগারের বই ডাউনলোড করে পড়াশোনা করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রউপদেষ্টা সাদেকুল আরেফিন মাতিন বলেন, ফটোকপি মেশিন একটা আধুনিক প্রযুক্তি। তাই এটা তাদের জন্য অবশ্যই একটা সুফল বয়ে এনেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কখনই এই ফটোকপি মেশিনের দ্বারা নোট কপি করে শুধু তা নিয়ে পড়াশোনা করা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

তবে ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা এই মেশিন দ্বারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কপি করে পড়াশোনা করবে, এটা খারাপ কিছু নয়। তিনি আরো বলেন, তিনি আশা করবেন শিক্ষার্থীরা এই আধুনিক যন্ত্রকে ভালো কাজে ব্যবহার করবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. আমীরুল ইসলাম বলেন, তারা যখন পড়াশোনা করেছেন তখন ফটোকপি ছিল না। তাই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি পড়াশোনায় কেটে যেত। কিন্তু সম্প্রতি লক্ষ্য করছেন অনেক শিক্ষার্থীর কাছে মূল পাঠ্যবই থাকছে না। তারা পরীক্ষার প্রশ্ননির্ভর পড়াশোনার জন্য বড় ভাইদের হ্যান্ডনোটের ওপরই নির্ভর করছে।

মূলত উচ্চশিক্ষার নির্দিষ্ট বই না থাকায় তারা পাঠ্যবই ব্যবহার থেকে বিরত থেকে কেবল সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা করছে।

আর শিক্ষার্থীদের নোটনির্ভর পড়াশোনা করার পেছনে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুস্মিতা চক্রবর্তী। তিনি মনে করেন, শিক্ষকরা যেভাবে পরীক্ষার প্রশ্ন করেন, তাতে শিক্ষার্থীরা বুঝে গেছেন তাদের টাকা খরচ করে বই কেনার কোনো প্রয়োজন নেই।

কারণ, এক প্রশ্নই বারবার পরীক্ষায় এসে যায়। পরীক্ষার আগে যদি নোট কপি করে পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়, তাহলে বই কিনে পড়ার দরকার কী? এর জন্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেই আগে ভালো হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সারওয়ার জাহান বলেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে চলছে তাতে এটিকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার নাম কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্রমেই মেধার বিকাশ থেকে সটকে পড়ছে।

এই ফটোকপির নোট পড়েই অনেকে শিক্ষক হচ্ছেন কিন্তু পাঠদান করতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আসছে।

তিনি মনে করেন উচ্চ শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি বই পড়তে হবে, তাহলেই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে গুঞ্জন রয়েছে জাতীয় পার্টির বেশ কয়েকজন প্রেসিডিয়াম সদস্য দল ছাড়ছেন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জাপা চেয়ারম্যান জানান, চাইলেই তো দল ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না। আর দল ছাড়লেও তারা আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। কারণ, নির্বাচনী গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী কোনো দল থেকে মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন করতে হলে তিন বছর ওই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে থাকতে হবে।

এরশাদ বলেন, এর আগেও অনেকে দল ছেড়েছেন। কিন্তু রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারেননি। হারিয়ে গেছেন। তাই তিনি মনে করেন এই মুহূর্তে দল ছাড়ার কোনো সিদ্ধান্ত কেউ নেবে না।

এদিকে উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আজ জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

[illegible] হাসপাতালে নিয়ে যান।

নিহত হান্নান স্ত্রী লিনু বেগম জানান, ১০-১২ জনের একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী তাদের ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে [illegible] ভয় দেখায়। অতঃপর তার স্বামীকে [illegible] মারধর করে এবং যখন গলায় ছুরি দিয়ে জবাই করার জন্য চেষ্টা করে, তখন ছেলে অনিক [illegible] নিয়ে [illegible] সরিয়ে [illegible] তার [illegible] হয়ে [illegible] সন্ত্রাসীরা [illegible] করে।

এদিকে, বিএনপির [illegible] নাওয়াজ [illegible] নিয়ে [illegible] সঙ্গে এলাকার [illegible] ইসলাম ও তার পরিবারের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ ছিল। পারিবারিক সেই বিরোধের জের ধরেই এ ঘটনা ঘটেছে। অথচ কোনো কোনো মহল এ ঘটনার দায় বিএনপির ওপর চাপাতে চাইছে, যা সত্য নয়।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করা [illegible]